গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া
মেলান্দহ, জামালপুর।
Website: www.bbgcj.edu.bd
E-mail: bbc110146@gmail.com

জনসংযোগ দপ্তর
মোবাইল: ০১৭৪০-৬০২৪২০
E-mail: rumonsrs@gmail.com

তারিখঃ ০৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রি.
২৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

''বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ঃ ইতিহাস কথা কয় ''

মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া, মেলান্দহ, জামলপুর।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, বাংলাদেশের ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এবং বিশ্বের সর্বহারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, মেহনতি ও অভুক্ত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে-সকল স্মরণীয় ব্যক্তি বিস্মৃতির উত্তাল তমসাকে বিদীর্ণ করে আপন কীর্তির মহিমায় দ্যুতিমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের অন্যতম। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে আজ আমরা স্বাধীন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে অনেকে বিশ্বের মহান নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের "গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস, মার্টিন লুথার কিংয়ের "I Have a dream" প্যাট্রিক হেনরির "Give me liberty or give me death" উইনস্টন চার্চিল এবং পেরিক্লিসের মহতী যুগান্তকারী ভাষণের সাথে তুলনা করেছেন। ভাষণটির অসাধারণত্ব, এর স্বতঃস্ফূর্ততা, নির্ভীকতা, সম্যক উপলব্ধি ও তেজস্বী উচ্চারণ প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালি জনগণের প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষাকে বাঙ্ময় করে তোলে।

ইতিহাসের ঝড়ো হাওয়া যখন একটি জাতির ভাগ্য অনিবার্যভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে থাকে তখন বাংলার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বঙ্গবন্ধু সবাইকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। ১,১০৮ শব্দ সংবলিত ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের এই ভাষণের সাথে সাথে কালজয়ী চেতনার মাধ্যমে ৭ মার্চ বাঙ্গালি জাতি যুদ্ধের পথে চলে যায়। ভাষণের গুরত্ব তুলে ধরে **লন্ডন অবজারভার** এর সাংবাদিক Cyril Dunn তাই বলেছিলেন "Mujib is a full blooded Bangali his courage and charm that flowed from him made him a unique superman in these times".

বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে সেদিন বলেছিলেন ''**এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।**'' আগুন ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠ থেকে । এর পাশাপাশি সামরিক সরকারের সাথে আলোচনার পথও খোলা রাখলেন। তিনি জানতেন ঢাকার অদূরবর্তী সেনানিবাসে পাকিস্তানিদের এক ব্রিগেড সৈন্য (১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২২ বালুচ রেজিমেন্ট, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৪টি সাঁজোয়া ট্যাংক) ১৬টি যুদ্ধবিমান ও ১৮ টি সশস্ত্র হেলিকপ্টার সেদিন প্রস্তুত ছিল আক্রমনের জন্য।

৭ মার্চের ভাষণটি ছিল অলিখিত। এটিকে অনেকেই রাজনীতির কবিতা বলে থাকেন। ৭ মার্চের ভাষণের মহত্ব ও বিরাটত্বের কারণে ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর Memory of the world International Register এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামগ্রিক বিচারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে, চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা অর্জনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে, প্রকাশ করেছে স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধানের রূপরেখা। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং কল্যাণরাষ্ট্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সোনার বাংলা গড়ে তোলাই ছিল ভাষণটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।**

০৭.০৩.২৪
রুমন আহাম্মেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ও
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া
মেলান্দহ, জামালপুর।